R. N. No. 2582/57 Phone No. 66-228, STD 03483 Regd. No.—WB/MSD— 4

আলমারী, চেয়ার এবং
যাবতীয় ষ্টীল সরঞ্জাম বিক্রেতা
বি কে
ষ্টীল ফার্ণিচার
অনুমোদিত বিক্রেতা ঃ ষ্টিলকো
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ
ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল
কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক
অনুমোদিত)
ফোন ঃ ৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৮৬শ বর্ষ
৩য় সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ১৮ই জ্যৈষ্ঠ, বুধবার, ১৪০৬ সাল।
২রা জুন, ১৯৯৯ সাল।
নগদ মূল্য ঃ ১ টাকা
বার্ষিক ৪০ টাকা

জেলা পরিষদের প্রাক্তন সহ-সভাধিপতি নিজামুদ্দিন ১০৩জন কর্মী নিয়ে আর এস পি থেকে সি পি এমে

বিশেষ সংবাদদাতা ঃ জেলা পরিষদের প্রাক্তন সহ-সভাধিপতি নিজামুদ্দিন আহমেদ সুতী-২ ব্লকের ১০৩জন আর এস পি সদস্য নিয়ে গত ২১ মে সি পি এমে যোগ দিয়েছেন। এঁদের মধ্যে ৫৩জন পার্টি সদস্য এবং ৫০জন বিভিন্ন গণ সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত। সক্রিয় দলত্যাগীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সুতী-২ পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি কাঞ্চনবালা দাস, বনভূমির কর্মাধ্যক্ষ মমতাজ বিবি এবং পূর্ত দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ হোসেন বিশ্বাস। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সুতী-২ ব্লকের পঞ্চায়েত বোর্ডে মোট ২৬ সদস্যের মধ্যে কংগ্রেস ১২, সি পি এম ১১, আর এস পি ৩। এক সাক্ষাতকারে নিজামুদ্দিন আহমেদ জানান—শুধু সুতী-২ ব্লকে নয়, সুতী-১ ব্লকেও আর এস পির মধ্যে ভাঙন শুরু হয়ে গেছে। সেখানে চারজন সক্রিয় পার্টি সদস্য পদত্যাগ করেছেন। এঁরা হলেন ব্রাঞ্চ সেক্রেটারী মহঃ সাজাহান বিশ্বাস এবং ফিরোজ বিশ্বাস, জামসেদ আলি ও রেজাউল করিম। আরও বেশ কিছু সদস্য এ সপ্তাহের মধ্যে পদত্যাগপত্র জমা দেবেন বলে নিজামুদ্দিন জোর গলায় জানান।

আর এস পি থেকে তাঁর পদত্যাগের কারণ সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে নিজাম ক্ষোভের সঙ্গে বলেন—ত্রিদিব চৌধুরী, ননী ভট্টাচার্য্য, মাখন পাল বা কমলু পাঁড়ের আর এস পি দলে আজ আদর্শ, নীতি, শৃংখলা কোন কিছুরই বালাই নাই। কেবল নোংরা রাজনীতি চলছে। জেলা সম্পাদক আশিস রায় চৌধুরীদের সঙ্গে যাদের খাতির আছে, (শেষ পৃষ্ঠায়)

আগামী ২০০০ সালের মধ্যে ঘরে ঘরে টেলিফোন

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ আগামী ২০০০ সালের মার্চ মাসের মধ্যে মুর্শিদাবাদ টেলি কমিউনিকেশনে আবেদনকারী সব গ্রাহককেই টেলি সংযোগ দেওয়া হচ্ছে। গত ১২ মে বহরমপুরে নিজের অফিসে এক সাংবাদিক সম্মেলনে এ তথ্য দেন জেলা টেলিকম ম্যানেজার অসীমকুমার সিন্‌হা। এ ছাড়া বুথ বা অফিসের জন্য টেলি সংযোগ চেয়ে আবেদন করলেই সাত দিনের মধ্যে সংযোগ দেওয়া হবে বলে তিনি আশ্বাস দেন। বর্তমানে পাঁচ হাজার গ্রাহকের আবেদন পাওয়া গেলেও মুর্শিদাবাদ টেলিকমিউনিকেশনের কাছে ১৬ হাজার কানেকশন দেওয়ার নির্দেশ এসেছে। সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে শ্রীসিন্‌হা জানান, বুথ থেকে লোকাল কল চার্জ প্রতি তিন মিনিটে ১·২৫ টাকা। এছাড়া কোন বুথ থেকে হাসপাতাল, পুলিশ ষ্টেশন, রেল ষ্টেশন, ফায়ার ব্রিগেড প্রভৃতি জায়গায় কেউ ফোন করলে বুথ মালিক পয়সা নিতে পারেন না। এসব ব্যাপারে কোনও অভিযোগ থাকলে বুথের বিস্তারিত বিবরণসহ তাঁর দপ্তরে অভিযোগ দায়ের করতে বলেন। টেলিটিজিং-এর ক্ষেত্রে নিজের ফোন নং উল্লেখ করে থানায় ডাইরী করে টেলিফোন দপ্তরে জানানোর পরামর্শ দেন। এছাড়া বর্ষার সময় লাইনে এবং রিসিভারে বিভিন্ন গোলযোগের ব্যাপারে উন্নত ধরনের টেলিফোন সেট সরবরাহের প্রতিশ্রুতি দেন। তবে জেলায় বর্তমানে ৩৬টি এক্সচেঞ্জ থাকলেও সে অনুপাতে কর্মীর স্বল্পতাহেতু গ্রাহকদের সঠিক পরিষেবা দেওয়া যায় না—এ ব্যাপারেও টেলিকম ম্যানেজার দৃষ্টি দেবেন বলে কথা দেন।

হারোয়া গ্রাম প্রায় ৭ মাস থেকে বিদ্যুৎহীন

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সুতী-১ ব্লকের হারোয়া গ্রাম প্রায় ৭ মাস থেকে বিদ্যুৎহীন অবস্থায়। বিদ্যুৎ না থাকার ফলে গ্রামের প্রায় ১২ হাজার মানুষের জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠেছে। গ্রামের প্রায় ৭০জন গ্রাহক বিদ্যুৎ-এর পরিষেবা পেলেও রাস্তা থেকে হুকিং করে বিদ্যুৎ চুরি করে বহু মানুষ। বিদ্যুৎ না থাকায় গ্রামের গম হাসকিং সব মিলই বন্ধ। অস্বাভাবিক হুকিং-এর জন্য গ্রামের ট্রান্সফর্মার প্রায়ই অচল হয়ে থাকতো বলে খবর। দীর্ঘ ৭ মাস ধরে বিদ্যুৎহীন থাকলেও তাই বিদ্যুৎ পর্ষদের কোন মাথাব্যথা নাই। এ ব্যাপারে এলাকার রাজনৈতিক নেতারাও নিস্পৃহ। অথচ পার্শ্ববর্তী ডাহিনা, ডাঙ্গাপাড়ায় বিদ্যুৎ স্বাভাবিক।

জঙ্গীপুর হাই স্কুলের উচ্চ মাধ্যমিকের ছাত্রী আনোয়ারার রহস্যজনক মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ জঙ্গীপুর হাই স্কুলের উচ্চ মাধ্যমিকের ছাত্রী ছোটকালিয়া গ্রামের একরাম সেখের মেয়ে আনোয়ারা খাতুন ওরফে টুনির রহস্যজনক মৃত্যু হয়। এই মৃত্যুকে কেন্দ্র করে ছোটকালিয়া গ্রামে চাপা গুঞ্জন গ্রামবাসীদের মুখে শোনা যায়। খবরে প্রকাশ গত ২৬ মে সকালে আনোয়ারা ওরফে টুনিকে গ্রামবাসীরা মৃত অবস্থায় দেখেন। কেউ কেউ তাঁর ভাই কোয়াক ডাক্তারকে ইনজেকশনও নাকি দিতে দেখেন। প্রত্যক্ষদর্শীদের অনেকে মৃতার গলায় কালো দাগের চিহ্ন লক্ষ্য করেন। এই অবস্থায় আনোয়ারার আত্মীয়রা পোষ্ট-মর্টেমের দিকে না গিয়ে তাড়াহুড়ো করে মৃতদেহ কবর দিয়ে আনোয়ারার মৃত্যু রহস্যকে আরো ঘনীভূত করেন।

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পারাবার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ৬৬২০৫

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৮ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার, ১৪০৬ সাল।

॥ অবশেষে ॥

সোনিয়া গান্ধী কংগ্রেস দলের নেতৃত্বে ইস্তফা দেওয়ায় দলীয় কর্মীদের মধ্যে হাহাকার পড়িয়া গিয়াছিল। সম্প্রতি তিনি তাঁহার পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করায় তাঁহার সমর্থকেরা স্বস্তি ফিরিয়া পাইয়াছেন।

কেন্দ্রে বিজেপি সরকারের পতনের পর কংগ্রেস দলের সরকার গঠনের সম্ভাবনা দেখা দিয়াছিল। কিন্তু দলনেত্রী সোনিয়া গান্ধী লোকসভা-সদস্যদের উপযুক্ত সংখ্যাগরিষ্ঠতা দেখাইতে পারেন নাই বলিয়া রাষ্ট্রপতি লোকসভা ভাঙিয়া দিলে নির্বাচন অনিবার্য হইয়া পড়ে। কংগ্রেসী নেতারা অনেকেই চাহিয়াছিলেন যে, লোকসভা-নির্বাচনে কংগ্রেস ভাল ফল দেখাইতে পারিলে দলনেত্রী সোনিয়া গান্ধীকে প্রধানমন্ত্রী করা হইবে। কিন্তু শারদ পাওয়ার পি. এ. সাংমা, তারিক আনোয়ার প্রমুখ কংগ্রেসী নেতারা সোনিয়ার 'বিদেশিনী' হওয়ার প্রশ্ন উত্থাপন করেন। তাঁহাদের বক্তব্য ছিল যে, সোনিয়ার ইতালীয় ও ভারতীয়—উভয় নাগরিকত্ব থাকায় তিনি 'বিদেশিনী'। তাই তাঁহার সম্বন্ধে রাষ্ট্রপতি, উপ-রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রীত্বের বিষয় চিন্তা করা তথা মানিয়া লওয়া যায় না। শারদ পাওয়ার, পি. এ. সাংমা ও তারিক আনোয়ারকে কংগ্রেস হইতে বহিষ্কৃত করা হইল। এই সুবাদে বহিষ্কার সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য থাকার জন্য বর্ষীয়ান কংগ্রেসী নেতা সীতারাম কেশরী, জিতেন্দ্রপ্রসাদ ও রাজেশ পাইলটের ভাগ্যে সোনিয়া সমর্থকদের নিকট হইতে প্রহার ও লাঞ্ছনা জুটিল। এই দুঃখজনক ও নিন্দনীয় কাণ্ডকারখানা ঐতিহ্যবাদী কংগ্রেস দলের ভাবমূর্তি মসীলিপ্ত করিয়াছে।

বহিষ্কৃত তিন নেতা জাতীয়তাবাদী কংগ্রেস নামে স্বতন্ত্র একটি দল গঠনের ব্যবস্থা করিয়াছেন বলিয়া খবর। তাঁহারা বেশ কিছু সমর্থক পাইতে পারেন। ফলে এখন হইতে হয়ত পূর্বের কংগ্রেস (স) ও কংগ্রেস (ই) এবং বর্তমানের কংগ্রেস (জা) —মূল কংগ্রেসের ত্রি-ধারা দেখা যাইবে। সোনিয়াজি তাঁহার সমর্থকদের চাপে অথবা আরও বেশী অপ্রীতিকর অবস্থা যাহাতে দেখা না দেয়, সেইজন্য তাঁহার পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করিয়াছেন কিনা কিংবা নিজের অবস্থা যাচাই করিয়া লইয়া পূর্ণশক্তি দিয়া তাঁহার বিরোধীদের হতবল করিবেন কিনা, তাহা তাঁহার পরবর্তী ক্রিয়াকলাপ হইতে বুঝা যাইবে। তবে বর্তমানে তাঁহার সমর্থক কংগ্রেসীরা আশ্বস্ত হইয়াছেন এবং মনোবল ফিরিয়া পাইয়াছেন।

লোকসভার আগামী নির্বাচনে জনগণের রায় কী হইবে, তাহা ভবিষ্যতের ব্যাপার। দেশ সোনিয়াজিকে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দেখিতে চাহে, না তদ্বিপরীত চাহে, তাহা নির্বাচনান্তে বুঝা যাইবে। তবে জনসমর্থন লাভের জন্য সোনিয়া গান্ধী তাঁহার সমর্থকদের লইয়া দেশব্যাপী ব্যাপক প্রচার চালাইবেন এবং বিরোধীদের উপযুক্ত জবাব দিবেন, এখন হইতে হয়ত সেই প্রস্তুতি শুরু হইয়াছে।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

অবহেলিত ওয়ার্ডে বিদ্যুৎ প্রসঙ্গে

গত ১৯মে ১৯৯৯ জঙ্গীপুর সংবাদ-এ প্রকাশিত "জঙ্গীপুর পুরসভার সব থেকে অবহেলিত ওয়ার্ড" বিষয়ক সংবাদের উপর সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানাচ্ছি ধনপতনগর—রাধানগর—এনায়েতনগর ও এনায়েতনগর নতুন বস্তিতে কিছুদিন আগে ইলেকট্রিক পোল পোঁতা হয়। এখনো অবধি তার ঝোলানো হয়নি। ইত্যবসরে আমি নিজে পৌরপিতা মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্যের সঙ্গে দেখা করে জানতে চাই ধনপতনগর—রাধানগর—এনায়েতনগরে কবে নাগাদ ইলেকট্রিক লাইন কানেকশন হবে এবং আমরা উক্ত গ্রামের অধিবাসীরা কবে বাড়ীতে ইলেকট্রিসিটি কানেকশন পাব। এর উত্তরে শ্রীভট্টাচার্য্য যা শোনালেন তা গভীর চিন্তার বিষয়। তিনি বললেন প্রথমে মাত্র ২টি তার ঐ গ্রামগুলোর পোলে টাঙানো হবে এবং শুধু মাত্র রাস্তায় আলোর ব্যবস্থা করা হবে। কোন গ্রামবাসী পোল থেকে কোন মতেই বিদ্যুৎ নিতে পারবেন না। যদি ধনপতনগর—রাধানগর—এনায়েতনগর গ্রামের অধিবাসীরা মিলিতভাবে নিজেদের খরচে যদি আরো দুটি তার পোলে টাঙানোর ব্যবস্থা করেন তবেই তাঁরা নিজেদের গৃহে বৈদ্যুতিক সংযোগ নিতে পারেন যথাযথ নিয়ম নীতি মেনে। এখন আমার প্রশ্ন ধনপতনগর—রাধানগর—এনায়েতনগরের বেশীর ভাগ মানুষই গরীব কৃষক ও ভূমিহীন ক্ষেতমজুর। এরা বেশীর ভাগই দারিদ্র সীমার নীচে বাস করেন। দিন আনেন—দিন খান। এহেন গরীব গুবরোর কাছে নিজের খরচে বিদ্যুতের সংযোগ নেওয়ার কথা বলা হাস্যকর ছাড়া আর কি? দ্বিতীয় কথা—উক্ত গ্রামগুলোতে প্রায় সকলেই চাঁই সম্প্রদায়ের মানুষ। এরা দীর্ঘদিন ধরে তপশীলি জাতি ভুক্তির দাবিতে লড়াই আন্দোলন করছেন। এহেন অনুন্নত পশ্চাদপদ সমাজকে নিজের খরচে বৈদ্যুতিক সংযোগ নেওয়ার কথা একমাত্র "যোগ্যতমের বাঁচার অধিকার আছে" নীতিতেই মানায়, সাম্যবাদ—গণতন্ত্র—সমাজতন্ত্র কথাগুলোর মধ্যে যার কোন স্থানই নেই। আমার শেষ প্রশ্ন এমন কোন মহানুভব বি ডি ও, এস ডি ও, এম এল এ, এম পি, মন্ত্রী বা আমলা নাই এদেশে যাঁর হস্তক্ষেপে ঐ গ্রামগুলোতে পুরো সরকারী খরচে বিদ্যুৎ সংযোগ সম্ভব?

শ্রীতুলসীচরণ মণ্ডল
গ্রাম ধনপতনগর, জঙ্গীপুর, মুর্শিদাবাদ

কাছের মানুষ বিশ্বপতিবাবু

অজিত মুখার্জী

২৪শে মে, সকাল প্রায় ৭টা। রোজকার মত অশোকবাবুর বাড়ির দুধের ডিপোতে যাচ্ছি। পুরসভার কাছে হঠাৎ কানে এল—বিশ্বপতিবাবু আর নাই। চমকে উঠলাম। তাঁর বাড়ির সামনে দেখলাম একটা ছোট জটলা। মুখ তুলে তাকাতে একজন বলল—এই কিছুক্ষণ আগে বিশ্বপতিদা মারা গেলেন। তারপর তাঁর দোতলায় এসে দেখি দীর্ঘদেহী বিশ্বপতিবাবু জীবনের যত জ্বালা-যন্ত্রণার শেষে সুনিদ্রামগ্ন—যার তীর থেকে কোনোও পথিক আর ফিরে আসে না। যে যায় সে যায়।

কর্মজীবনে (জন্ম ১৯৩০)

বিশ্বপতিবাবু ছিলেন জঙ্গিপুর কলেজের লাইব্রেরিয়ান। অধ্যক্ষ ডাঃ ধরের আমলে কলেজের মর্ণিং সেক্সানে তিনি কিছুদিন ছাত্রদের বাংলা পড়িয়েছিলেন। কয়েক বছর আগেকার কথা। তিনি সবেমাত্র অবসর নিয়েছেন। কলেজের অধ্যাপক সমিতি একটি অনুষ্ঠান করে তাঁকে বিদায় সংবর্ধনা দিচ্ছে। সে'দিন আমি বলেছিলাম—"বিশ্বপতিবাবুর প্রধান চারিত্র্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—informal cordiality." কলেজে ও বাইরে সব জায়গায় প্রাণখোলা অ-মাপা আন্তরিকতা তাঁর জীবনের ভূষণ ছিল। সকলেরই কাছে বিশ্বপতিদা ছিলেন সহজ ও সুগম্য। বাড়ীতে যে কোনোও সময়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করা যেত, ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাঁর সঙ্গে বৈঠকী মেজাজে কথাবার্তা হ'ত। তাঁকে কখনও উন্নাসিক, হাইব্রাউ বা ব্যরিং মনে হয়নি। কলেজের বাইরে বিশ্বপতিবাবুর কর্মজীবন ছিল বহু বিস্তৃত। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের আঙিনায় তাঁর যাতায়াত ছিল অনায়াস, সচল ও গতিশীল। (৩য় পৃষ্ঠায়)

জঙ্গীপুর কলেজের সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে প্রস্তুতি সভা

জঙ্গীপুর : আগামী ১ আগষ্ট '৯৯ হতে বছরব্যাপী স্থা-ীয় কলেজের সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষপূর্তি উপলক্ষে গত ৩০ মে কলেজে এক প্রস্তুতি সভা হয়। সেখানে প্রাক্তন ছাত্র ও শিক্ষানুরাগীদের নিয়ে প্রায় শ'খানেক ব্যক্তি হাজির ছিলেন। তবে পাঁচশো আমন্ত্রণপত্র বিলি করে মাত্র একশোজন উপস্থিত হওয়ায় কলেজ গভঃ বডির সভাপতি মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য বিস্ময় প্রকাশ করেন। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে হাজির ছিলেন কলেজের প্রাক্তন ছাত্র ও জঙ্গিপুরের প্রাক্তন সাংসদ আবুল হাসনাৎ খান, বিধায়ক হবিবুর রহমান, কলেজের নবনিযুক্ত অধ্যক্ষ আবু এল বোখারি মণ্ডল, অজিত মুখার্জী, কেতকী পাল, হরিলাল দাস প্রমুখ। উৎসব উদযাপন করতে এক লক্ষ টাকা বাজেট ধরা হয়েছে। ১ আগষ্ট '৯৯ উৎসবের সূচনা, ২০০০ সালের ফেব্রুয়ারী-মার্চ মাসে মূল ও জুলাই মাসে সমাপ্তি অনুষ্ঠানের মাধ্যমেই উৎসব উদ্‌যাপন করা হবে বলে জানা যায়।

বাজ পড়ে একজনের মৃত্যু

জঙ্গীপুর : গত ২৮ মে জঙ্গীপুর পৌরসভার ১০নং ওয়ার্ডের ধনপতনগরের বাসীন্দা সোনারাম মণ্ডল (৪০) মাঠে কাজ করবার সময় বেলা ১২-৩০ নাগাদ হঠাৎ বাজ পড়ে মারা যান। তখন সামান্য বৃষ্টি পড়লেও বিদ্যুৎ চমকানো বা মেঘ ডাকার কোন লক্ষণ ছিল না বলে সোনারামের সঙ্গে মাঠে কর্মরত অন্যান্যরা জানান। বাজ পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই সোনারামের মাথার খুলি উড়ে যায় ও ঘটনাস্থলে তাঁর মৃত্যু হয়। সোনারামের চার পুত্র কন্যা আছে বলে জানা যায়।

পরলোকগমন

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জের বিশ্বনাথ দাস (কালু) ৭৪ বছর বয়সে গত ৩০ মে জঙ্গিপুর হাসপাতালে পরলোকগমন করেন। কিছুদিন থেকে তিনি অসুস্থ ছিলেন। মিষ্টভাষী রুচিশীল মানুষ বিশ্বনাথবাবু প্রথম জীবনে একজন কৃতী ছাত্র হিসাবে নাম করলেও নানা প্রতিকূল অবস্থায় কলেজে পড়াশোনায় বাধা পড়ে। এক সময় তিনি ভালো অভিনয়ও করতেন। তাঁর অভিনয়ের তারিফ এখনও সময় বিশেষে শহরের অনেকে করে থাকেন।

(বিশেষ রচনা আগামী সংখ্যায়)

কাছের মানুষ বিশ্বপতিবাবু (২য় পৃষ্ঠার পর)

তাঁর কলমটি ছিল উর্বর। কবিতা, ছোটগল্প, প্রবন্ধ—এ'গুলি ছিল তাঁর সাহিত্যপ্রীতির ফসল। তাঁর কবিতাগুচ্ছে রোমান্টিক ভাবালুতা অপেক্ষা তাঁর অন্তর্মুখিনতা, জীবন জিজ্ঞাসার সূক্ষ্ম অনুভূতি প্রকাশিত হয়েছে। ভরাট গলায় খুব সুন্দর আবৃত্তি করতেন, আর ছিলেন নিপুণ অভিনেতা। মনে হয় নাটকে অভিনয় করা তাঁর রক্তে ছিল। বড় দাদা পশুপতিবাবু ছিলেন দক্ষ পরিচালক ও অভিনেতা। মনিবাবু ও বিশ্বপতিবাবুর যুগলবন্দী রবীন্দ্রনাথের হাসির নাটকগুলির অভিনয় খুব উপভোগ্য হ'ত। তাঁর ক্যারম খেলার হাতটি ছিল অসাধারণ। কলেজে মাঝে মাঝে আমাদের সঙ্গে তিনি ক্যারম খেলতেন। তাঁর ষ্ট্রাইকে রেড ও ন'টি ঘুটি ফেলে তিনি প্রায়ই "সেঞ্চুরি" বোর্ড নিতেন। দক্ষ সংগঠক ছিলেন তিনি। রঘুনাথগঞ্জের সার্বজনীনতলায় রামকৃষ্ণ উৎসব পালনে তিনি অগ্রণী ভূমিকা নিতেন। ছাত্রজীবনে বিশ্বপতিবাবু সাম্যবাদী চিন্তাধারায় আকৃষ্ট হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে বিপ্লবী সমাজতান্ত্রিক দলের সদস্য হয়েছিলেন। তবে রাজনৈতিক মতবাদে তিনি কখনও কট্টর ছিলেন না।

বিশ্বপতিবাবু ব্যক্তিক জীবনের নানাক্ষেত্রে ছিলেন সমুজ্জল। যারা তাঁকে জানতেন, চিনতেন, তারা তাঁর মৃত্যুতে অনেক কিছুর অভাব বোধ করবেন।

MURSHIDABAD COLLEGE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY

P . O. Cossimbazar Raj, Banjetia
Dist. Murshidabad.

TENDER NOTICE NO. 7/99

Sealed Tenders are invited from the bonafide, reliable, resourceful and reputed manufacturers / contractors / suppliers for supply of steel windows with glass panes and wooden frame for doors and flush door shutter as will be required for construction of Murshidabad College of Engineering & Technology Building at Mouza Banjetia, P. S. Berhampore, Dt. Murshidabad.

The tenderers should quote the rate against the items in the tender both in figures and words clearly.

Tender schedule can be had from the construction site office at Banjetia on all working days from the S. A. Es concerned on payment of Rs. 100-00 in cash.

The tender must accompany with sale tax and income tax clearance certificates and Earnest Money Deposit for Rs. 500-00 in Demand Draft to be purchased in favour of Murshidabad College of Engineering & Technology, Berhampore.

Tender both for steel item work and wooden item work should be submitted separately in a Sealed Cover superscribed as "Tender for Wooden items for door frame and flush doors" and another for "steel windows with glass panes" to the Principal, Murshidabad College of Engineering & Technology at M. I. T. Campus, P. O. Cossimbazar Raj, Dist. Murshidabad.

Last date for submission of the tender is 15. 6. 99 upto 2.00 P. M. & the same will be opened on the same day in the Chamber of Principal, Murshidabad College of Engineering & Technology.

The undersigned reserves the right to accept/reject any tender or part thereof without assigning any reason thereof.

(Dr. J. C. Paul)
Principal,
Murshidabad College of Engineering
and Technology, Berhampore.

Memo No. 335/(4)/MCET/BER Date 20-05-99

চুরি করতে গিয়ে স্বামী-স্ত্রী গ্রেপ্তার

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ২৯ মে রাত্রি ১-৩০ নাগাদ রঘুনাথগঞ্জ থানার এনায়েতনগর গ্রামে নিবারণ মণ্ডলের বাড়ীতে চুরি হয়। রাধানগর গ্রামের ধনঞ্জয় মণ্ডল ও তার স্ত্রী কেলনী মণ্ডল যৌথভাবে চুরিতে অংশ নেয়। ঘুমন্ত নিবারণ মণ্ডলের বাড়ী থেকে কাঁসার বাসন-পত্র নিয়ে বাইরে রেখে এসে দ্বিতীয় দফায় গমের বস্তা টানাটানি করার সময় গৃহকর্তা নিবারণের ঘুম ভেঙে যায়। ঘুমন্ত অবস্থায় তিনি কেলনী মণ্ডলকে জাপটে ধরে ফেলেন। নিবারণের হাত থেকে স্ত্রীকে উদ্ধার করতে ধনঞ্জয় নিবারণের পেটের ডানদিকে ছেনি দিয়ে আঘাত করে। নিবারণের চীৎকারে তাঁর ভাই ফড়িং মণ্ডল এসে দু'জনকে ধরে ফেলেন। খবর পেয়ে গ্রামের লোকজন এসে স্বামী-স্ত্রীকে উত্তম-মধ্যম প্রহার করে বাকী রাত দড়ি বেঁধে ফেলে রাখে ও পুলিশে খবর দেয়। পরদিন পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে চোর দম্পতিকে ধরে নিয়ে যায়। বর্ত্তমানে তারা সাব-জেল কাষ্টডিতে। নিবারণ মণ্ডলের পেটে ১০-১২টি সেলাই লাগলেও বর্ত্তমানে তিনি সুস্থ আছেন।

আর এস পি থেকে সি পি এমে (১ম পৃষ্ঠার পর)

আমরা যাদের কোনদিন পার্টির কাজ করতে দেখিনি নাম শুনিনি আজ তারাই জেলা কমিটির সদস্য। অন্যদিকে জয়ন্ত বিশ্বাস, বিশু ব্যানার্জী, কার্তিক সাহানা, লালগোপাল চৌধুরীদের মতো পার্টির দুর্দিনের কর্মীরা সব বাদ। এঁরা কেউই পঞ্চায়েত বা বামফ্রন্ট দেখে রাজনীতিতে আসেননি। তিনি আরও জানান ২৭ বছর সুতী এলাকার সম্পাদক ও জেলার কার্য্যকরী সদস্য ছিলাম। পার্টির বেনিয়ম এবং নানা দুর্নীতির প্রতিবাদ করেছি, তাই জেলা কমিটি থেকে বাদ পড়েছি। তিনি দুঃখের সঙ্গে বলেন আমাদের মহান কমরেড দেবু ব্যানার্জী আজ ক্ষমতার জন্য সবকিছু করতে পারেন। আজ আর এস সি পার্টি হয়ে গেছে পূর্ত দপ্তরের পাথর আর সেচ দপ্তরের বোল্ডারে ঘেরা। কারো কোন স্বাধীন মতামত দেবার অধিকার নাই। শীশ মহম্মদ পার্টির বিরোধিতা করে ৭৬ সালে কংগ্রেস করলেন, গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে আমাদের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিরোধীতা করলেন। অনেক জেতা সীটে আমরা ব্যর্থ হলাম। জেলা কমিটি সব জেনেও চুপ থাকলো। এই সব নানা কারণে আর এস পি থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছিলাম। বর্তমানে সি পি এমে যোগ দিয়ে বিভিন্ন এলাকায় কর্মীসভা করছি। আগামী লোকসভা নির্বাচনে কি দায়িত্ব নিতে হবে সেটা ঠিক করবে পার্টি।

আপনাদের সেবায় দীর্ঘ পনের বছর যাবৎ নিয়োজিত

অন্নপূর্ণা হোমিও ক্লিনিক

রঘুনাথগঞ্জ ★ ফুলতলা ★ মুর্শিদাবাদ

(সবজী বাজারের বিপরীত দিকে)

প্রোঃ প্রখ্যাত হোমিও চিকিৎসক—ডাঃ সাহা

ডি. এম. এস (কলি), পি. ই. টি (ডাবলু, টি), এফ. ডাবলু. টি (আই. আর. সি. এস)

এখানে বিদেশী ঔষধ ও অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি দ্বারা সুচিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। পেটের আলসার, কিডনির পাথর, বন্ধ্যা, কানের পুঁজ, পোলিও এবং প্যারালিসিস রোগের চিকিৎসা গ্যারান্টি সহকারে করা হয়।

হ্যাপকো এবং জার্মানীর হোমিও ঔষধ, সার্জিক্যাল, ডেন্টাল ও সর্বপ্রকার ডাক্তারী ইনষ্ট্রুমেন্ট ও পার্টস, মেডিক্যাল পুস্তক, ডাক্তারী লেদার ব্যাগ, টিঞ্চার ও কেমিক্যাল গ্রুপের ঔষধ, ফাষ্ট এড বক্স-এর সকলপ্রকার ঔষধ পাওয়া যায়।

বিঃ দ্রঃ—হারনিয়াল বেল্ট, এল, এস, বেল্ট, সারভাইক্যাল কলার 'কানের ভলুম কনট্রোল মেসিন ইত্যাদিও পাওয়া যায়।

আর কোথাও না গিয়ে
আমাদের এখানে অফুরন্ত
সমস্ত রকম সিল্ক শাড়ী, কাঁথা
ষ্টিচ করার জন্য তসর থান,
কোরিয়াল, জামদানী জোড়,
পাঞ্জাবীর কাপড়, মুর্শিদাবাদ
পিওর সিল্কের প্রিন্টেড
শাড়ীর নির্ভরযোগ্য
প্রতিষ্ঠান।
উচ্চ মান ও ন্যায্য মূল্যের জন্য
পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

বাঘিড়া নন্দী এণ্ড সন্স

মির্জাপুর ।। গনকর

ফোন নং : গনকর ৬২০২৯

সকলকে অভিনন্দন জানাই—

রঘুনাথগঞ্জ ব্লক নং-১

রেশম শিল্পী সমবায় সমিতি লিঃ

(হ্যাণ্ডলুম ডেভেলপমেণ্ট সেন্টার)

রেজিঃ নং—২০ ✶ তারিখ—২১-২-৮০

গ্রাম মির্জাপুর ।। পোঃ গনকর ।। জেলা মুর্শিদাবাদ

ফোন নং—৬২০২৭

ঐতিহ্যমণ্ডিত সিল্ক, গরদ, কোরিয়াল জামদানী জাকার্ড, সার্টিং থান ও কাঁথাষ্টিচ শাড়ী, প্রিণ্ট শাড়ী সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

বিশেষ সরকারী ছাড় ১০%

✪ *সততাই আমাদের মূলধন* ✪

জয়ন্ত বাঘিড়া	*ধনঞ্জয় কাদিয়া*	*অচিন্ত্য মন্দিয়া*
সভাপতি	ম্যানেজার	সম্পাদক

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন ৭৪২২২৫ হইতে সত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।